স্ত্রীর সামনেই স্বামীকে কুপিয়ে হত্যা

মেহেরপুর শহরের শেখ পাড়ায় স্ত্রীর সামনেই স্বামীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে খালাতো ভাই।

মঙ্গলবার (০৫ মে) সন্ধ্যা রাতে এ মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটে। নিহত গোলাম হোসেন (৪৫) পেশায় একজন রিকশাচালক। তিনি শেখ পাড়ার রিয়াসিন আলীর ছেলে। নিহত গোলাম হোসেনের দুটি কন্যা সন্তান রয়েছে।

অভিযুক্ত কালু একই এলাকার আকবর আলীর ছেলে এবং নিহতের খালাতো ভাই।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুই দিন আগে ঘটে যাওয়া একটি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ হত্যাকাণ্ডের সূত্রপাত।

নিহতের স্ত্রী আলিয়া খাতুন জানান, তার স্বামী সন্ধ্যার পর বাড়িতে এসে গোসল করছিলেন। এ সময় হঠাৎ করে কালু পিছন থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে তাকে গুরুতর জখম করে।

গুরুতর অবস্থায় গোলাম হোসেনকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এলাকাবাসী জানায়, অভিযুক্ত কালুর সঙ্গে প্রতিবেশী এক নারীর পরকীয়া সম্পর্ক নিয়ে এলাকায় আগে থেকেই উত্তেজনা বিরাজ করছিল। গত রবিবার একটি ছোটখাটো ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোলাম হোসেনকে মারধরের ঘটনাও ঘটে, যা পরে স্থানীয়ভাবে মীমাংসা করা হয়। তবে সেই বিরোধের জের ধরেই পরিকল্পিতভাবে এ হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ঘটনার পর অভিযুক্ত কালু ও সংশ্লিষ্ট নারী আত্মগোপনে রয়েছে।

খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেছে। ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ হাসপাতালের লাশ ঘরে রাখা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির

জানান, ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে। হত্যার প্রকৃত কারণ উদঘাটন ও আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

কুষ্টিয়ায় প্রকাশ্যে যুবককে কুপিয়ে হত্যা

কুষ্টিয়ায় দিনের বেলায় প্রকাশ্যে সানি শেখ সাগর (২৬) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা।

রোববার (৮ মার্চ) দুপুরে শহরের চৌড়হাস চিনিকল সড়কের কোল্ডস্টোর পাড়া এলাকায় প্রকাশ্য দিবালোকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার ওপর হামলা চালানো হয়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত সানি শেখ সাগর চৌড়হাস কোল্ডস্টোর এলাকার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, কয়েকজন দুর্বৃত্ত চাপাতি ও রামদা নিয়ে সাগরের ডান পা, ডান হাত ও কপালসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। পরে স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

প্রাথমিকভাবে মাদকসংক্রান্ত বিরোধের জেরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে বলে ধারণা করছে পুলিশ। নিহতের মরদেহ কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

কুষ্টিয়া মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর জানান, কী কারণে এ হত্যাকাণ্ড ঘটেছে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহসহ ঘটনার রহস্য উদঘাটনে কাজ করছে পুলিশ।

গাংনীতে যুবককে কুপিয়ে হত্যা, মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা হাজিপাড়া মাঠের পেঁপে বাগান থেকে তপন (২৮) নামে এক যুবকের রক্তাক্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধারণা করা হচ্ছে, তাকে ধারালো দেশীয় অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে লাশ ফেলে রাখা হয়েছে।

আজ রবিবার দুপুরে ভবানীপুর ক্যাম্প পুলিশ তার লাশ উদ্ধার করে। নিহত তপন হাড়াভাঙ্গা মোল্লাপাড়ার মজিবর রহমানের ছেলে। তার একটি ১২ বছরের ছেলে সন্তান রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, ঘটনার দিন সকালে কৃষকরা জমিতে কাজ করতে গিয়ে পাশের পেঁপে বাগানে এক যুবকের লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ লাশের সুরতহাল রিপোর্ট শেষে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেহেরপুর মর্গে পাঠায়।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, তপন মাদক পাচারকারী হিসেবে এলাকায় চিহ্নিত। মাদক ব্যবসার বিরোধের জের ধরে রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তরা তাকে ধারালো হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে লাশ ফেলে রেখে গেছে বলে জানান তারা।

নিহত তপনের স্ত্রী রুপা খাতুন বলেন, একটি ফোন পেয়ে রাত ৯টার দিকে বাড়ি থেকে বের হয়ে রাতে আর বাড়ি ফেরেনি। রাতে অনেকবার ফোন দিলেও ফোন বন্ধ ছিল। পরে সকালে তার লাশের খবর পায়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার আকাশ বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছি। লাশ উদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কীভাবে হত্যা করা হয়েছে, কে বা কেন হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়েছে তা তদন্ত চলছে। নিহত যুবক মাদকের সঙ্গে জড়িত ছিল কিনা, তার বিরুদ্ধে কোনো মামলা আছে কিনা সেগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

[redacted]

[redacted]

পুলিশ তাৎক্ষণিক অভিযান চালিয়ে হযরতের মা ফাহিমা বেগম কুকিয়া ও স্ত্রী সুমাইয়াকে আটক করেছে। তবে মূল অভিযুক্ত হযরত আলী ও বিদ্যুৎ এখনও পলাতক রয়েছে। তাদের গ্রেপ্তারে পুলিশ অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

এ ঘটনায় নিহত রিয়াদের বাবা জিয়ারুল ইসলাম বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন বলে জানা গেছে।